দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 APR 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাবি ছাত্রের মামলা

শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ১২ এপ্রিল হচ্ছে না

কোর্ট রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বিষয়ে স্থিতাবস্থা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। ফলে আগামী ১২ এপ্রিল শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের দায়ের করা একটি মামলার কারণে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। পৃঃ ১১ ঃ কঃ ২

ঢাবি ছাত্রের মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন বন্ধ রাখার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার ১০ম আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ শেখ রেহিনা সুলতানা ৬ এপ্রিল নির্বাচন বিষয়ে স্থিতাবস্থা রাখার আদেশ দেন। একই আদেশে নির্বাচন বন্ধ রাখতে কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে না, নোটিশপ্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিবাদীগণকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আশিকুল ইসলাম বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। এই মামলায় বিবাদী করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, বর্তমান শিক্ষক সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশ কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার ড. তরেন চন্দ্র বর্মণ।

নির্বাচন বন্ধ রাখার আবেদনে বলা হয়, দেশে জরুরী অবস্থা বিদ্যমান, জরুরী অবস্থা চলাকালে রাষ্ট্র ও জনস্বার্থে দেশের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও সকল পেশাজীবীর তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল রয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রচার-প্রচারণা চালাতে হচ্ছে। এতে করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে বিরোধ ঘটতে পারে, যা জরুরী অবস্থায় ঠিক নয়। জনস্বার্থে আইন-শৃঙ্খলায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে, এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন স্থগিত রাখা আবশ্যক। জানা যায়, গত ৬ এপ্রিলের আদালতের আদেশ গতকাল বিবাদীগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পরিচালক প্রফেসর ড. তরেন চন্দ্র বর্মণ বলেন, নির্বাচন হবে এখনই একথা বলা যাচ্ছে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আজ জবাব দেয়া হবে বলে জানান তিনি।